আজকের কাগজ

107
24

তারিখ 12 APR 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

প্রাথমিক শিক্ষার স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়—২

ডঃ আলী আহমেদ

প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্থাপনের কতটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেই সম্বন্ধে এই রচনার প্রথমাংশে কতকটা আলোচনা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বস্তরের প্রশাসনিক কাঠামোর সংগঠন সম্বন্ধেও মোটামুটি আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষকদের নিয়োগ সংক্রান্ত কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা করা আবশ্যক।

উপজেলা পরিষদের উপর সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ভার ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং এর উপর শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষমতাও অর্পিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই ক্ষমতা ব্যবহার করে উপজেলা পরিষদগুলো যথোপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনে ও নিয়োগে ব্যর্থ হয়েছে। তবে বর্তমানে পরিষদ এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং ১৯৯০ সাল থেকে অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটেছে বলা যায়। এতদসত্ত্বেও কিছু বিশৃংখলা রয়ে গেছে। যেমন, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণ সরকারী চাকুরে হিসাবে স্বীকৃত হলেও উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়।

উপরোক্ত অনিয়ম নিরসন করতে হলে হয় তাদের পুরোপুরি পরিষদের চাকুরে করতে হবে, নয়তো সরকারী নিয়োগে সরকারী চাকুরে হিসাবে প্রেষণে নিযুক্ত হয়ে তারা পরিষদের এক্তিয়ারে অন্যান্য সরকারী চাকুরের ন্যায় কাজ করবেন।

প্রশিক্ষণ

উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের শুধুমাত্র বেতন বৃদ্ধি ও পদমর্যাদা দিয়েও যথার্থ কাজ হবে না। প্রত্যেক শিক্ষা অফিসারের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক পরিচালনার মৌলিক প্রশিক্ষণ আবশ্যিক করতে হবে এবং প্রতি স্তরে চাকুরীতে পদোন্নতির জন্য চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ নিয়মিত বাধ্যতামূলক হতে হবে। এ যাবত এধরনের প্রশিক্ষণের শর্ত ও ব্যবস্থা ছিল না। সত্যিকারভাবে সাধারণ ধারণার বশবর্তী হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুল-ত্রুটি সংশোধনের ভিত্তিতে সকল কাজ সমাধা হতো। ফলে সার্থকভাবে অর্থব্যয় ও সামগ্রী ব্যবহৃত না হওয়ায় এ যাবত গৃহীত সকল কার্যক্রম অকার্যকর হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার সামান্যই প্রসার ও উন্নয়ন হয়েছে।

সর্বপ্রথম তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষার্ধে ইউএনডিপি অথবা ইউনেসকোর একজন জাতীয় কনসালট্যান্টের সহায়তায় শর্তারোপ ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি বিধিবদ্ধভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গৃহীত হয়। ১৯৮৭ সনের শেষদিকে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং ১৯৮৯ সনের জুন মাস পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণের প্রায় অর্ধেকই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জোরালো সুপারিশ সত্ত্বেও বাকী অর্ধেকের প্রশিক্ষণ হাসিল হয়নি।

তথাপি জোরালোভাবে বলতে হয়, অবশ্যই যথাশীঘ্র বিসিএস (প্রাথমিক শিক্ষা) ক্যাডার সার্ভিস সংস্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী এবং এই সার্ভিসের কর্মকর্তাদের প্রারম্ভিক, পর্যায়ক্রমিক ও উচ্চতর স্তরের প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অধীনে নিশ্চিতভাবে সম্পাদন করা এবং আধুনিক কৌশল প্রয়োগ করার মাধ্যমে তাদের দ্বারা বাস্তবিক কার্যকরভাবে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিযুক্ত কাজে পরিচালিত করতে হবে। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং প্রধান শিক্ষকদের যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনার উভয় প্রকার কর্ম সম্পাদন করতে হয় সেহেতু তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিতে শিক্ষাগত প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের উল্লেখযোগ্য সুযোগ নেই। যথাযোগ্য প্রশিক্ষক দ্বারা ঐ একাডেমিতে ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের নির্ধারিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্যও উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া উচিত। প্রধান শিক্ষকদেরও প্রাইমারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

প্রশিক্ষণের সাথে বেতন ও পদমর্যাদা সন্তোষজনক হলে নিঃসন্দেহে তা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা সংগঠনে অনেকটা- সহায়ক হবে। তথাপি এর পরও তাদের জন্য বাসস্থান ও যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

উপজেলা পর্যায়ে প্রায় সকল সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদেরই কোন অফিস কার্যালয় গৃহ নেই। উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের অধিকাংশই সংকীর্ণ স্থানে সামান্যতম আসবাবপত্রসহ অফিসে বা কার্যালয়ে বসেন। জেলা ও বিভাগীয় স্তরে বেশীরভাগ প্রাইমারি শিক্ষা অফিসারগণ ভাড়া করা ভগ্নপ্রায় জীর্ণ বাড়ীতে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন। অফিস ও আবাসিক সুবিধার নিতান্ত অভাব। এহেন অবস্থায় আশানুরূপ কার্জ সমাধা হওয়া সম্ভব নয়।

যানবাহনের সুবিধা একটি অত্যন্ত সন্তুষ্টিকর ব্যবস্থা। উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের স্থানে স্থানে হরদম যাতায়াত করতে হয় ও বিদ্যালয় পরিদর্শনের নিয়মিত কাজে যানবাহনে সুবিধা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইউনিসেফ থেকে কেহ কেহ মোটর সাইকেল পেলেও অধিকাংশের নিজস্ব মোটর সাইকেল নেই। যাঁদের এই সুবিধা রয়েছে তাঁদের আবার মেরামতজনিত ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা নেই। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের প্রদত্ত যানবাহন ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের প্রকৌশলীগণও ব্যবহার করেন বলে তাঁরা অসুবিধা ভোগ করেন। বিভাগীয় শিক্ষা অফিসারগণের এই যানবাহন সুযোগও তথৈবচ। মফস্বল এলাকার সর্বত্র এবং পল্লী এলাকায় একইরূপে সুযোগ সুবিধার প্রচন্ড অপ্রতুলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মৌলিক সাধারণ বিষয়াদি, বিদ্যালয় ভবন, অফিস ও বাসস্থান, আসবাবপত্র, নলকূপ বা পানীয় জলের ব্যবস্থা, টয়লেট, ব্ল্যাকবোর্ড প্রভৃতির সঠিক বন্দোবস্ত না থাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর নিয়ত কার্যক্রম কিরূপ ব্যাহত হচ্ছে তা পত্র-পত্রিকার সংবাদ রিপোর্ট পাঠ করে সম্যক বোধগম্য হবে। আমি ব্যক্তিগত পরিদর্শনে এর শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি।

ইদানীং সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পড়ানোর বোধ ও প্রবণতা কিছুটা দেখা যায়। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে যথেষ্টসংখ্যক শিশু ভর্তি হলেও তাদেরকে পরবর্তীতে ধরে রাখা সম্ভব হয় না। নানাবিধ মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাবে প্রধান শিক্ষকগণও এক্ষেত্রে অসহায় বোধ করেন। বর্তমান পরিস্থিতির এই যে অবস্থা তুলে ধরা হলো, এতে সরকারী ব্যবস্থায় কিংবা আঞ্চলিক প্রচেষ্টায় অথবা উভয়ের সমন্বিত আন্তরিক উদ্যোগে ন্যূনতম মৌলিক সুবিধাগুলো যোগান দেয়া হলে তবেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার চিন্তাধারা সাফল্যমন্ডিত হওয়ার আশা থাকে। ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার আন্তরিক প্রয়াস ছাড়া গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা ও লোক দেখানো কর্মসূচী গ্রহণের দ্বারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরাকাংখা পূরণ হবে না এবং নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যের যূপকাষ্ঠ থেকে সাধারণ জনগণকে মুক্ত করার আশা বা পরিকল্পনা নিষ্ফল ও ব্যর্থ হবে।

এবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের

তারিখ 11 APR 1992
পৃষ্ঠা কলাম

প্রসঙ্গে আসা যাক। বর্তমানে এর যে অফিস ভবনের স্থান সংকুলান রয়েছে তাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার তিন অধিদপ্তরের কাজই অত্যন্ত সীমিত স্থানে ঠাসাঠাসি করে চালানো হচ্ছে। এ অবস্থা সন্তোষজনক নয় বরং অস্বস্তিকর হয়ে আছে। তিন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কাজে বাহির থেকে আসা দর্শনার্থী লোকজনের ভিড়ে অফিসে চলাফেরায় বেশ অসুবিধা দেখা দেয়। একটি এলাকায় চারটি ভবনে পৃথকভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কারিগরি শাখার জন্য অফিস স্থাপন করা আবশ্যক। কৃষি বিষয়ক কাজের জন্য যেরূপ খামারবাড়ি স্থাপিত হয়েছে তদ্রূপ সুষ্ঠু একটি ব্যবস্থা করা ভাল।

এতদ্ব্যতীত, এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যালয়ের একই ভবনে একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অধীনে অবস্থিত হয়নি। প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা বিভাগও একই ভবনে বা এলাকায় নেই এবং দু'টো পৃথক ভাড়া করা ভবনে এই কাজ চলছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একজন মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একজন মহাপরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একজন পরিচালক এবং অতিরিক্ত সচিবের পদমর্যাদা ও বেতনভুক একজন প্রকল্প সমন্বয়কারী এই অধিদপ্তরের কার্যাদি পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় বহু উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অধীনে জটিল এক ব্যবস্থা বিরাজমান রয়েছে এবং সহজে এই গোলমেলে অবস্থা বাহিরের কারও পক্ষে বুঝে উঠা সম্ভব নয়।

পূর্বে এ সকল বিষয়ের ও সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়নি। বর্তমানে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা জোরদার করার ব্যাপারে আগ্রহ ও দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করায় আশা করা যায় এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা অনুধাবন করে যথাবিহিত সুষ্ঠু সমাধান ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হবে, যদিও সকল সমস্যা নিরসন করে মাত্র এক বছরে বা একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথার্থ সুফল লাভ করা সম্ভব নয়, তবুও দৃঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অটুট ও দীর্ঘস্থায়ী বিরাজমান হলে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আশাব্যঞ্জক সাফল্য অর্জিত হতে পারে।

উপরোক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ নিবন্ধে যাবতীয় সুপারিশের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মস্থলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উন্নতিবিধান করে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সরকারী প্রয়াস ফলপ্রসূ করা এবং তৎসহ নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীর সাফল্য অর্জনে উপযুক্ত সহায়ক ব্যবস্থার প্রতি প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ও তা বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করা। অবশ্য এর পরও কথা থাকে যে, যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা লাভ করার পরও সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ দায়িত্বশীলভাবে ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রদর্শন করে সরকারী কর্মসূচী সুষ্ঠু বাস্তবায়নে যথার্থ উদ্যোগী নাও হতে পারেন। এরূপ পশ্চাৎপদতা দৃষ্ট হলে তাদের অনুপযোগিতা বা উৎসাহহীনতার কারণ নির্ণয় করে অনবরত পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদের কর্মস্পৃহা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা নিতে হবে।

বাস্তব কর্মক্ষেত্র পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে, অনেক কর্মচারী ও শিক্ষকবৃন্দ যথেষ্ট কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। কাজেই শিক্ষকগণসহ অন্যান্য অফিসারদের অবশ্যই দায়-দায়িত্ব থাকতে হবে। প্রত্যেকে স্ব-স্ব কাজের জন্য দায়ী হবেন; কারণ, প্রশাসনিক বিশেষ সুবিধালাভের অধিকার যোগানোর সাথে দায়-দায়িত্ব পরস্পর সম্পর্কিত ও একের সাথে অন্যটি একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। সকলকে একথা স্মরণ রাখতে হবে।

প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণকালে শেখা আধুনিক কৌশল অধিক কার্যকরভাবে প্রয়োগ করে অধঃস্তনদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করবেন। মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মী স্ব-স্ব কর্মভার বাস্তবিক পরিচালনে বাধ্য থাকবেন। এই সাথে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, স্কুল ব্যবস্থাপনার স্থানীয় কমিটির সদস্যগণ (যাদের সময়ে সময়ে পুনর্গঠন করতে হবে) এবং শিক্ষক অভিভাবক সমিতির অবিরত সহযোগিতা, মূল্যবান পরামর্শ এবং রাজনীতি বহির্ভূত সামাজিক স্বাভাবিক উদ্যোগে কর্মচারীদের ও শিক্ষকদের মধ্যে উৎসাহ ও দায়িত্ব সচেতন মনোভাব গঠন করা সম্ভব হতে পারে।

তবে, একটি কথা সর্বসম্মত ও অনস্বীকার্য। তা হলো এই যে, শিক্ষক ও শিক্ষা অফিসারদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার পরিধি নির্ভর করে জাতীয় পর্যায়ে উর্ধ্বতন স্তরের দায়-দায়িত্বের নিশ্চয়তার উপর। উচ্চমহলের অনুসৃত ধারা অধঃস্তন স্তরকে সমভাবেই প্রভাবিত করে। বর্তমান সরকার ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় যতটা মহান সংসদের নিকট দায়ী থাকবে, সর্বনিম্ন পর্যায়ের মাঠ কর্মীবৃন্দ তদ্রূপই উর্ধ্বতন স্তরের নিকট দায়ী হবে। বর্তমান সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সকলেই আশা করেন যে, সার্বভৌম সংসদই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে আবশ্যকীয় যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ও সংসদের নিকট সরকারী প্রশাসন অবশ্যই দায়ী থাকবে।

উপসংহারঃ পরিশেষে মোটকথা আমি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করতে চাই যে, প্রধানতঃ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অধিদপ্তর ও কার্যালয়ের অপর্যাপ্ততা কাটিয়ে উঠার জন্য স্বতন্ত্র একটি প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্থাপন করাসহ এর অধিদপ্তরের সর্বনিম্ন স্তরের কর্মচারীদের সমস্যা নিরসন করা হলেও পূর্বের এ যাবত অভিজ্ঞতায় বলা যায় সদাশয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত ও কর্মপ্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য তা সহায়ক হবে না, বরং জাতীয় পর্যায়ে আমলাতান্ত্রিক প্রসারই শুধু ঘটবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণের মধ্যে বিশেষভাবে যারা প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র একটি মন্ত্রণালয় স্থাপনে অধিক আগ্রহী তাঁদের উচিত নিঃসংকোচে ও নিরপেক্ষভাবে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী পরিকল্পনা সুষ্ঠু বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সঠিক নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ, প্রণয়ন ও কার্যকরী পরিচালনের উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা এবং জাতির দুর্লংঘ কলঙ্ক মোচনে নিঃস্বার্থভাবে কর্মসূচীর সার্থক বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হওয়া। জাতির এই সংকটকে সর্বোর্ধ্বে বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রীর সমীপে দেশের নিরক্ষর জনগণের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে তাঁরা যথোপযুক্ত কার্যরীতি সম্বন্ধে তাঁকে ওয়াকিবহাল করে তৎসহ এই সংকট মুক্তির উপায় বাতলে দিবেন যাতে করে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপক সম্প্রসারণে তাঁর আন্তরিক শুভাকাংখা আশাতিরিক্ত সাফল্যমন্ডিত হয়ে ওঠে ও সর্বোপরি দেশ উপকৃত হতে পারে।

ডঃ আলী আহমেদঃ প্রাক্তন অধ্যক্ষ ঢাকা কলেজ, এমডিএস পাকিস্তান এডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ, লাহোর, বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ/পিএডিসি, গবেষক, অনেক গবেষণা পুস্তকের প্রণেতা।
অনুবাদঃ কাওসার পারভিন